Serial No. 101

962/200

Bengali Essay, Precis writing, composition and Translation
Paper-1

প্রতি, প্রশিক্ষক

সম্পাদক,
আনন্দবাজার পত্রিকা,
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০০১

বিষয় - বেকারত্বের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা ও তার প্রতিকার

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের ভারতবর্ষ সহ অন্যান্য প্রায় সমস্ত ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি ব্যবস্থার দেশের আশু সমস্যা হলো বেকারত্বের সমস্যা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর থেকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও নীতি আয়োগ (NITI - National Institution for Transforming India) হওয়া সত্ত্বেও বেকার সমস্যার কোনো পরিকল্পনা হয়নি। প্রতিটি বেকারকে কাজ দেওয়ার মত পরিকাঠামো এখনো গড়ে ওঠেনি।

যখন একজন ব্যক্তি মানসিক ও শারীরিক ভাবে সম্পূর্ণ কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কর্মহীন তখন তাকে বেকার বলে। 2022 এর আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতবর্ষের জনসংখ্যা 140 কোটি ছাড়িয়েছে। বেকার এবং বেকারত্বের হার ছিল 2021 এর হার 30% এর ওপর। 2022 এ ভারতবর্ষের বেকারত্বের হার ছিল 6.8% ও তা বেড়ে 2023 তে 22.6%। এবং অশিক্ষিত দের মধ্যে শিক্ষিতদের তুলনায় বেশিরভাগ বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, কারণ শিক্ষিত বেকারত্ব হয়। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার বৃদ্ধি পায়, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, বাণিজ্যিকরণ অভাব এবং প্রতিযোগিতার অভাবের জন্য বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে, বেকার যুবক যুবতীরা হতাশায় ভুগছে এবং অনেকে যথাসময়ে অনুকূলের দৃষ্টিভঙ্গি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ও অনেকে বিপথগামী হচ্ছে।

এখন থেকে অবিলম্বে বেকারত্বের বৃদ্ধি রোধ করা না হলে, ভবিষ্যতে শিক্ষার হার নষ্ট হবে, বৃদ্ধি ব্যবস্থার অবনতি আরও বেশি বৃদ্ধি পাবে, বেকার যুবক যুবতীরা বিপথগামী হবে, সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে, অর্থনৈতিক বৈষম্য তথা অর্থনৈতিক দুর্নীতি বৃদ্ধি পাবে, গ্রামের অবনতি আরও

P-1

এবং গ্রামভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা, যাতে
করা প্রয়োজন যাতে গ্রামের অধিবাসীরা শহরে আসতে বাধ্য না হয়।
কাজের তাগিদে, PMEGP (Prime Minister's Employment Generation Programme), MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) ও National Skill development Mission, 2015 এর আরো সরকারী উদ্যোগ প্রয়োজন যাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বেকারত্বের সাথে লড়াই করা যায়।

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় পত্রটি প্রকাশ করে আমি এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এ বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত ভাবেই কাম্য।

তারিখ - ২৫.০৬.২০১৭
উত্তর কলকাতা

নিবেদক
X Y Z

প্রেরক
X
Y
Z

প্রাপক
সম্পাদক,
আনন্দবাজার পত্রিকা,
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০০১

৩। সারমর্ম

উন্নত সমাজ গঠনে যুবসমাজের ভূমিকা

যুবসমাজ স্বাভাবিকভাবেই প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ। সমাজ ও রাষ্ট্র যদি নিয়মের বেড়াজাল দিয়ে যুবসমাজকে তাদের শক্তি ও প্রাণচ্ছল আনন্দকে বাধা দিলে নতুন সৃষ্টির আনন্দে তারা মেতে উঠতে পারে না, তারা ভেদাভেদ মানবে না, কুসংস্কার নস্যাৎ করবে। সমাজের কুফল ও কুসংস্কৃতির জন্য যুবসমাজকে মূলত দায়ী করা উচিত নয়। এ যুবসমাজের জন্য বাধাহীন পথ প্রাচীন পন্থিদেরই করে দিতে হবে তবেই সাথে সাথে শক্তি নিয়ে নতুন সূর্যের উদয় হবে।

25

বোধ পরীক্ষা

১(১) সরলতা ও বিপুলতার সামঞ্জস্য না থাকার কারনে, সাধারন লোকের পক্ষে সামাজিক দুসাধ্য হয়ে উঠেছে, বিপুল পরিমানে অতিথি আপ্যায়ন করা সম্ভব তখনি যখন প্রত্যেক মানুষের জন্য খরচটা সাধ্যের মধ্যে থাকে, তার জন্য দরকার সরলতা ও অনাড়ম্বর, আড়ম্বর যত বেশী হবে ব্যয় চলে যাবে সাধ্যের বাইরে, সমাজ গঠন একই আছে, মানুষ আতিথেয়তা করতে অভ্যস্ত, সে বিবাহ, জন্মদিন, অন্নপ্রাশন হোক অথবা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, কিন্তু মানুষের ভোগবিলাসের পরিমান বেড়ে যাওয়ায় সেই অনুষ্ঠানগুলি আর সরল নেই, যুক্ত হয়েছে চাকচিক্য ও আড়ম্বর, স্বাভাবিক ভাবে খরচটাও বেড়ে গেছে, সরলভাবে ও কম খরচে অনুষ্ঠান করলে আর সমাজে মান থাকে না, দরকার হলে নিস্ব হয়েও আড়ম্বর করতেই হবে, এখন এটাই চলন হয়েছে ধনীদের পক্ষে সম্ভব, যাঁরা নিতান্ত সরল তাঁরা এ ফলে আড়ম্বর হন অনুষ্ঠানের কথা ভাবতে পারেন না, সমস্যা হয়েছে সাধারন মধ্যবিত্তদের, তাঁরা সরল ভাবে অনুষ্ঠান করে নিজেদের গরীব আখ্যা দিতে চায় না আবার অতি-ব্যয় করে নিস্ব হতে বসে শুধুমাত্র লোকলজ্জার খাতিরে, দূর নিকট আত্মীয়, বন্ধু পরিজন সবাইকেই অনুষ্ঠানে সামিল করতে হয় কিন্তু এখনকার দিনে সাধারনের পক্ষে বিলাসিতা সহিত সমাজ হতে দুসাধ্য হয়ে উঠেছে,

২) আড়ম্বরের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল আপন মাহাত্ম্য ঘোষনা, পূর্বে মাহাত্ম্য প্রমান হত মানুষের সদ্গুন, দানধ্যান, পূজাপার্বনের মধ্য দিয়ে, কিন্তু বর্তমানে আড়ম্বর, ভোগ বিলাস, আহার পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র, বাড়িগাড়ি এগুলোই মানুষের মান নির্ধারন করে, আড়ম্বরই এখন মানুষের বিচারের মাপকাঠি, ভিতরের পবিত্রতা নয়, বাইরের চাকচিক্যই এখন গুরুত্বপূর্ন,

৩) তখনকার কালের সাথে একালের আদর্শগত পার্থক্য হল এই যে পূর্বে মানুষ একটি পরোপকারী মনভাব নিয়ে চলত, যেখানে মাহাত্ম্য অর্জিত হত সেবা থেকে, মানুষকে তৃপ্তি সহকারে খাদ্য পরিবেশন করে, দানধ্যান থেকে, পূজাপার্বনের মধ্য থেকে, কিন্তু এখন তৃপ্তি থেকে বড় হয়ে উঠেছে, দেখাদেখিতে বিশ্বাসী হয়েছে মানুষ, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে, পূর্বে মানুষ সুখী থাকত কারন করের বোঝা থাকত না মাথার ওপর, সরলভাবে জীবনযাপন করত ইংলন্ডের বিলাসপ্রিয়তার ছোঁয়া ভাবতে লাগল এবং ক্রমে মানুষের জীবনযাত্রার ধরন ও আদর্শ পালটাতে লাগল, আড়ম্বরের বেড়েই দেশ উত্তাল হল ও মানুষের প্রতি মানুষের প্রাইভ

P-4

৫ * ইন্দ্রনাথ ও দুই মস্ত বড় উপকার করে দিয়েছিল

কখনো ভুলতে দেয়নি যে আমি আমরা এখন বুঝি, আমি কতটাই আদরে বড় হয়েছি যে কখনো সেভাবে আমি হয়তো বড়ই হইনি। এখন আমি বুঝি, যেন আমি- জানলেও ছোট নেই, যে মা অন্নপূর্ণার কোলে বসে আছি, আমার অভিভাবক ছিলেন আমার স্নেহ-ভাই, আমার থেকে কেবলমাত্র ছয় বছর বড়। তিনি আমার শৈশবকালে সব খেলাধুলা শিখিয়েছিলেন যেমন ফল্গু নদী মাটির তলা থেকে বয়ে যায়, অনেকের বাড়ির মধ্যে এক কোটি খেলার মধ্যেও স্থান করতে সমর্থ হয়, তার জন্য, আমি সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলাম।

৭ :- সম্পাদকীয় প্রতিবেদন :-

বৃষ্টি নির্ভর কৃষিব্যবস্থা ও কৃষি অর্থনীতির বিকাশ

কলকাতা, ২৫ শে জুন, ২০২৭ : ভারতবর্ষ কৃষিনির্ভর দেশ এবং ৬০% - ৭০% (ভারতবর্ষের) জনসংখ্যার জীবিকা কৃষিকেন্দ্রিক থাকে (প্রায় ৫৬ থেকে ৫৭%) ভারতবর্ষের মাত্র ১৫ থেকে ৫৭% GDP আসে (ভারতবর্ষ সরকার) কৃষি থেকে, যদি এই হার বাড়ানো যায় ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি হবে, তার জন্য দরকার কৃষিব্যবস্থার আধুনিক উন্নয়ন, বৃষ্টি নির্ভর কৃষিব্যবস্থা প্রয়োজন নেই, কারণ তা অনিয়মিত এবং অনিশ্চিত, খরার সময় কৃষি বন্ধ থাকলে সমূহ ক্ষতি হয়। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা থাকলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে মোকাবিলা করেও ফলন সম্ভব। দেশের কৃষি অর্থনীতির বিকাশ ঊর্ধ্বমুখী করে তোলা সম্ভব তখনই যখন কৃষি কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণ বৃষ্টি নির্ভর হবে না, জলনিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করতে সরকারের নজর দিতে হবে, সুজলা সুফলা ভারতবর্ষের দরকার উন্নত প্রযুক্তি, তার জন্য কুয়া খনন, পাম্প ব্যবস্থা, জল সেচের বৃষ্টির ব্যবস্থা এবং নদীর জল এবং মাটির তলার জল ব্যবস্থাকে সুরক্ষা করতে হবে, যাতে ব্যবহার করা যায়— বিদ্যুৎ সরবরাহ আরো উন্নত করার কথাও সরকারের একটি ভাবনার বিষয়, যদি কৃষি দপ্তর এগুলো ব্যবস্থা গুলো উন্নত করা হয় তাহলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে, উন্নতির ধাপে পৌঁছাবে, দুর্বল কৃষিব্যবস্থা প্রবীণ করলে ভারতবর্ষের দুর্বল অর্থনীতি ও দারিদ্র্যমুক্ত হবে, সরকারকে আরো উন্নত পরিকল্পনা দিয়ে কৃষি-অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে হবে।